পরিবেশ অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

# পরিবেশ বার্তা

প্রকাশকাল: এপ্রিল-জুন ২০২৬, সংখ্যা: ২

পরিবেশ অধিদপ্তর


- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরিবেশ সুরক্ষায় মতবিনিময় সভা
- বিশ্ব মরুময়তা ও খরা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মশালা
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে ঢাকায় শব্দসচেতনতামূলক সমাবেশ
- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন
- "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" এর সমাপনী কর্মশালা
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা
- কুরবানীর বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণে করণীয় বিষয়ে জনসচেতনতা-মূলক কার্যক্রম
- আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬
- ১০ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ২০২৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠান
- জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা ২০২০ কর্মশালা
- নদ-নদী প্লাবনভূমি সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা
- Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধে অংশীজনদের অংশগ্রহণে কর্মশালা
- Investment models, financial investment and institutional set-up to mobilize climate finance বিষয়ক ওয়ার্কশপ
- "Lesson Learning Workshop on Pesticide Risk Reduction in Bangladesh" Project
- 'সিঙ্গেল-ইউজ-প্লাস্টিক-ফ্রি মডেল স্কুল' ক্যাম্পেইন
- গণশুনানি আয়োজন
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রীট ও মামলা পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ইটিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- 'Seminar on Complete Phase Out of Straw, Stirrer & Cotton Bud' শীর্ষক সেমিনার
- 'Plastic Path Website and Mobile Application' বিষয়ক সেমিনার
- 'আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৬' উদযাপন



**উপদেষ্টা**

**ড. মোঃ লুৎফর রহমান**
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

**সমন্বয়কারী**

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

**সম্পাদক**

**জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম**
পরিচালক (আইটি), পরিবেশ অধিদপ্তর

**সহ-সম্পাদক**

**কাজী সুমন,** উপপরিচালক (প্রচার), পরিবেশ অধিদপ্তর



**পরিবেশ অধিদপ্তর**

**পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়**
**পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর**
**ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।**

ফোন : 88 0222 3375008
ই-মেইল : dg@doe.gov.bd
ওয়েব সাইট : www. doe.gov.bd
ফেসবুক : www.facebook.com/doebd


## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরিবেশ সুরক্ষায় মতবিনিময় সভা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর সাথে পরিবেশ সুরক্ষায় মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র

রাজধানীর তেজগাঁওস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ০৬ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে (শনিবার) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এঁর সাথে পরিবেশ সুরক্ষায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু এমপি, মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রায়হান কাওছার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. মোঃ সাইমুম পারভেজ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

## বিশ্ব মরুময়তা ও খরা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মশালা

বিশ্ব মরুময়তা ও খরা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ জুন ২০২৬খ্রি. তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়মে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ মরুভূমির দেশ না হলেও মরুময়তা, ভূমি অবক্ষয় এবং খরার ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, অনিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবহার, মাটির উর্বরতা হ্রাস, লবণাক্ততার বিস্তার, নদীভাঙন, বন উজাড় এবং দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক মৌসুম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি অবক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমি, পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়ি ভূমি এবং নদী অববাহিকার ভঙ্গুর ইকোসিস্টেম উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তিনি সবাইকে চারণভূমি ও তৃণভূমি পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্ব মরুময়তা ও খরা দিবস শুধু একটি আন্তর্জাতিক দিবস নয়। এটি ভূমি, পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এবছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল "Rangelands: Recognize, Respect, Restore", যা পৃথিবীর চারণভূমি ও প্রাকৃতিক তৃণভূমি সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব তুলে ধরে। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুম, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমি ও পানি সম্পদের ওপর বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলছে।

বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরা কৃষি উৎপাদন, পানিসম্পদ এবং জীবিকার ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তিনি জানান, বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের মরুময়তা প্রতিরোধ কনভেনশনে (UNCCD) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করে এবং সেই থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী কর্মসূচি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর পাশাপাশি ভূমি সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া টেকসই কৃষি, সমন্বিত মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ব্যবহার, সংরক্ষণ কৃষি এবং জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্ব মরুময়তা ও খরা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, এমপি

বিশ্ব মরুময়তা ও খরা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালার স্থিরচিত্র

বৈশ্বিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ভূমি অবক্ষয়, খরা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক সমস্যা; তাই এর সমাধানেও প্রয়োজন বৈশ্বিক সংহতি। তিনি উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতি ভূমি পুনরুদ্ধার, খরা মোকাবেলা এবং প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবিদরা উপস্থিত ছিলেন।

## বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে ঢাকায় শব্দসচেতনতামূলক সমাবেশ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প' এর আওতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে গুলশান-২ চত্বরে ০৫ জুন ২০২৬ তারিখ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), পরিবেশ অধিদপ্তর ও গুলশান সোসাইটির সমন্বয়ে শব্দসচেতনতামূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)'র প্রশাসক মোঃ শফিকুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশের প্রধান অতিথি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)'র প্রশাসক মোঃ শফিকুল ইসলাম খান বলেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সবাইকে জানাতে হবে যে, এটি শুধুমাত্র একটি পরিবেশগত দূষণই নয় বরং এই শব্দদূষণ একটি নীরব ঘাতক। কাজেই এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে শব্দসচেতনতামূলক সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান

সমাবেশের সভাপতি পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান বলেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর ২০২০ সাল থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের আওতায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে অংশীজনদের (শিক্ষার্থী, পরিবহণ চালক, ট্রাফিক পুলিশ, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, নির্মাণ শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী) নিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং শব্দদূষণ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে সড়কের ডিভাইডারে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত সাইনবোর্ড টানানো, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণাসহ ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মোঃ আনিছুর রহমান বলেন, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এ ট্রাফিক পুলিশকে ক্ষমতা প্রদানের পর থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ব্যাপকভাবে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এর সুফল নগরবাসী ধীরে ধীরে পেতে শুরু করবে। শব্দসচেতনতামূলক সমাবেশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প পরিচালক ফরিদ আহমদ, গুলশান, বনানী, বারিধারা, নিকেতন সোসাইটির নেতৃবৃন্দ এবং গ্রীণ ভয়েস ও গ্রীণ সেভার্সের প্রতিনিধিগণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালকগণসহ অন্যান্য সহযোগী দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প'র আওতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৩ মে ২০২৬খ্রি. তারিখে রাজধানীর বিজয় সরণি সিগনালে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে একটি জনসচেনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয়। জনসচেনতামূলক ক্যাম্পেইনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। উক্ত শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেনতামূলক ক্যাম্পেইনে 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প'র পরিচালক ফরিদ আহমেদসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর কর্মকর্তাবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানীর বিজয় সরণি সিগনালে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেনতামূলক ক্যাম্পেইনের স্থিরচিত্র

## “শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প” এর সমাপনী কর্মশালা

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ২১ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প” এর সমাপনী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, শব্দদূষণের বিষয়টি শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এবং একই সাথে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সমাপনী কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রায়হান কাওছার, বিআরটিএর এর পরিচালক (অপারেশন) মীর আহমেদ তারিকুল ওমর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. নুরুন নাহার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মোঃ আনিছুর রহমান এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান।

সমাপনী কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, এমপি।

৬৪ জেলায় শব্দের মানমাত্রা বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদনে মোড়ক উন্মোচনের স্থিরচিত্র।

বিশেষ অতিথি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রায়হান কাওছার বলেন, শব্দদূষণের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। শব্দদূষণ শুধু মানুষের না জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মোঃ আনিছুর রহমান বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২৫ জারীর পর থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ মোট ২৯,৪৭৮টি মামলা করে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ৬৪ জেলায় শব্দের মানমাত্রা বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সমাপনী কর্মশালায় প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান ‘শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প’টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল অংশীজনদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

## বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরে ১৬ মে ২০২৬ খ্রি. তারিখে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় শিশু-কিশোর কর্তৃক আঁকা ছবি মূল্যায়ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক মোঃ রবিউল ইসলাম, পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর শিশু চিত্রকলা বিশেষজ্ঞ, প্রোগ্রাম অফিসার, চারুকলা (অবসর) সামিনা নাফিজ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার স্থিরচিত্র

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাটি (ক গ্রুপ: অনূর্ধ্ব ৮ বছর; খ গ্রুপ: ৮ থেকে অনূর্ধ্ব ১২ বছর; গ গ্রুপ: ১২ থেকে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর এবং ঘ গ্রুপ: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বয়স শিথিলযোগ্য) এ ০৪ টি গ্রুপে শিশু-কিশোরদের নিয়ে আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা) রাজিনারা বেগম ও পরিচালক (প্রশাসন) পারভেজ চৌধুরীসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## কুরবানীর বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণে করণীয় বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

কুরবানির প্রাণীর বর্জ্য সুষ্ঠভাবে অপসারণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে করণীয় সংক্রান্ত লিফলেট/প্রচারপত্র বিতরণের স্থিরচিত্র

কুরবানিকৃত প্রাণির বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে অপসারণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে করণীয় সংক্রান্ত ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) কপি লিফলেট/প্রচারপত্র সকল জেলা প্রশাসক, সিটি করপোরেশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বিতরণ করা হয়। এছাড়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ও গ্রাম পর্যায়ের মসজিদে কুরবানিকৃত প্রাণির বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে অপসারণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার আগের শুক্রবার জুম্মার দিন ও ঈদের দিনে নামাজের খুৎবাতে সম্মানিত ইমামগণের মাধ্যমে কুরবানির বর্জ্য অপসারণ বিষয়ে বয়ান প্রদান করা হয়। কুরবানির বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার হেমায়েতপুর-হরিণধরা এলাকায় অবস্থিত "বিসিক চামড়া শিল্প নগরী" এবং ঢাকা মহানগরীর ০২টি বর্জ্য নির্গমন স্থল যথা-ক. আমিন বাজার ডাম্পিং ইয়ার্ড ও খ. মাতুয়াইল ডাম্পিং ইয়ার্ড এর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সরেজমিন মনিটরিং করা হয়।

## আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে এ বছর ১৯ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) অডিটরিয়ামে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানার্স-আপ হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এবছর বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের বিষয় ছিল, 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজনের চেয়ে প্রশমনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ'।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬ এর ফাইনাল পর্বের স্থিরচিত্র

বিষয়টির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসমৃদ্ধ বিতর্ক শেষে বিচারকদের রায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিজয়ী হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতা ১১ মে ২০২৬ খ্রি. তারিখে শুরু হয়। দেশের আটটি বিভাগ থেকে চারটি করে মোট ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ এতে অংশ নেয়। প্রথম পর্ব বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব ঢাকার পরিবেশ অধিদপ্তর অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। পরে সেরা দুই দল নিয়ে বিটিভি অডিটরিয়ামে চূড়ান্ত পর্ব আয়োজন করা হয়। চূড়ান্ত পর্বে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো: জিয়াউল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন) মির্জা শওকত আলী।

## ১০ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ২০২৬ আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মে-জুন ২০২৬ সময়ে ১০ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে ২৪ জুন ২০২৬ তারিখে ১০ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ২য় পর্ব (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা মডিউল) এর সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রায়হান কাওছার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র ও ক্রেস্ট বিতরণ এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক, অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ১০ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের একাংশ

## জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা ২০২০ কর্মশালা

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ২১ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা ২০২০ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক, পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা ২০২০ বিষয়ক কর্মশালার স্থিরচিত্র

## নদ-নদী প্লাবনভূমি সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ১৫ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে নদ-নদী প্লাবনভূমি সুরক্ষা বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক, পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নদ-নদী প্লাবনভূমি সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালার স্থিরচিত্র

## Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধে অংশীজনদের অংশগ্রহণে কর্মশালা

পরিবেশ অধিদপ্তরে ১৮ জুন ২০২৬ তারিখে আগারগাঁওস্থ সরকারি অফিসসমূহে Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধে অংশীজনদের অংশগ্রহণে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কর্মশালায় আগারগাঁওস্থ প্রশাসনিক এলাকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধে আয়োজিত কর্মশালার স্থিরচিত্র

## Investment models, financial investment and institutional set-up to mobilize climate finance বিষয়ক ওয়ার্কশপ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Building Climate Resilient Livelihoods in Vulnerable Landscape in Bangladesh (BCRL)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ১১ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে Investment models, financial investment and institutional set-up to mobilize climate finance বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপের সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক।

Investment models, financial investment and institutional set-up to mobilize climate finance বিষয়ক ওয়ার্কশপের স্থিরচিত্র

## Lesson Learning Workshop on "Pesticide Risk Reduction in Bangladesh" Project

পরিবেশ অধিদপ্তর এবং FAO বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে পরিবেশে অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ২৩ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে Lesson Learning Workshop on "Pesticide Risk Reduction in Bangladesh" Project এর আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রায়হান কাওছার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. নুরুন নাহার । এছাড়া FAO-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি (Dr. Jiaoqun Shi) সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান।

'Lesson Learning Workshop on Pesticide Risk Reduction in Bangladesh' Project এর স্থিরচিত্র

## 'সিঙ্গেল-ইউজ-প্লাস্টিক-ফ্রি মডেল স্কুল' ক্যাম্পেইন

পরিবেশ অধিদপ্তর, গ্রীন সেভার্স এবং বিএসআরএম ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ফ্রি মডেল স্কুল' গড়ে তোলা হচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রীন সেভার্স-এর প্রধান নির্বাহী আহসান রনি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা আক্তার, ইকো অ্যাওয়ারনেস ক্লাবের মডারেটর সুফিয়া আক্তার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মোঃ সাজ্জাদুর রহমান। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে প্রধান অতিথি ইকো অ্যাওয়ারনেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির শিক্ষার্থীদের 'ইকো ওয়ারিয়র' ব্যাজ পরিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গ্রীন সেভার্স-এর প্রধান নির্বাহী তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত করেন। প্রধান অতিথির উপস্থিতি ও তথ্যবহুল বক্তব্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং পুরো অনুষ্ঠানকে আরও সফল ও অর্থবহ করে তোলে।

সিঙ্গেল-ইউজ-প্লাস্টিক-ফ্রি মডেল স্কুল ক্যাম্পেইন এর স্থিরচিত্র

## গণশুনানি আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানির স্থিরচিত্র।

পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরে মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে ২১ মে ২০২৬ খ্রি. তারিখে (মাসের ৩য় বৃহস্পতিবার) একটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে সর্বমোট ২০ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গণশুনানিতে গবেষণাগারে নমুনা সংগ্রহের আবেদন, শব্দদূষণ, ই-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, বিপজ্জনক বর্জ্য আমদানি, বায়ুদূষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা/পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত উক্ত গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-কে অধিকাংশ বিষয়ে তাৎক্ষণিক সমাধান/ পরামর্শ/সেবা প্রদান করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরে প্রতিমাসের ৩য় বৃহস্পতিবার নিয়মিতভাবে গণশুনানির আয়োজন করা হয়।

## পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রীট ও মামলা পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ০৭ মে ২০২৬ খ্রি. তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনব্যাপী পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রীট ও মামলা পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। এ সময় তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (আইন) সহ প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রীট ও মামলা পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

## ইটিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৩ দিনব্যাপী ইটিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান। এ সময় তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) সহ প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইটিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের একাংশ

## 'Seminar on Complete Phase Out of Straw, Stirrer & Cotton Bud' শীর্ষক সেমিনার

পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার (Phase out) লক্ষ্যে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' অনুযায়ী সরকার ১৭ (সতের) টি বস্তু/সামগ্রী/পদার্থকে 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক' হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক গত ০১ জুন, ২০২৫ তারিখ হতে ০৩ (তিন) টি 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক' যেমন: Straw, Stirrer and Cotton Bud-এর উৎপাদন, ব্যবহার, বিপনন, বাজারজাত-করণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নরওয়ে সরকারের অর্থায়নে এবং United Nations Industrial Development Organaization (UNIDO) এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Integrated Approach Towards Sustainable Plastics Use and Marine Litter Prevention in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের অওতায় ২৯ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি: তারিখ 'Seminar on Complete Phase Out of Straw, Stirrer & Cotton Bud' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

Seminar on Completely Phase Out of Straw, Stirrer & Cotton Bud' শীর্ষক সেমিনারের স্থিরচিত্র

সেমিনারে SUP এর Environmental and Economical Analysis বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. তারিক বিন ইউসুফ, টীম লিডার, SUP Study Programme under PLEASE Project. সেমিনারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসিচব রুবিনা ফেরদৌসি ও সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা, ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়), Bangladesh Plastic Goods Manufacturing and Exporters Association (BPGMEA)-এর প্রতিনিধিসহ ০৩ (তিন) টি 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক' যেমন: Straw, Stirrer and Cotton Bud সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. নুরুন নাহার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ সাইদুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক।

## 'Plastic Path Website and Mobile Application' বিষয়ক সেমিনার

'Launching Ceremony of the PlasticPath Website and Mobile Application' বিষয়ক সেমিনারের স্থিরচিত্র

নরওয়ে সরকারের অর্থায়নে এবং United Nations Industrial Development Organaization (UNIDO) এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Integrated Approach Towards Sustainable Plastics Use and Marine Litter Prevention in Bangladesh' প্রকল্পের আওতায় ১৬ জুন ২০২৬খ্রি. তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে 'Launching Ceremony of the PlasticPath Website and Mobile Application' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রায়হান কাওছার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কর্তৃক দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান শেষে 'PlasticPath Website and Mobile Application'-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ জিয়াউল হক, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন এনজিও/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: লুৎফর রহমান।

'Launching Ceremony of the PlasticPath Website and Mobile Application' বিষয়ক সেমিনারের স্থিরচিত্র

## 'আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৬' উদযাপন

প্রতিবছর এপ্রিল মাসের শেষ বুধবার ১৯৯৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস' পালন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ২০০৩ সাল থেকে এ দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ বছর পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প' এর আয়োজনে ২৯ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি. তারিখে দেশব্যাপী 'আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৬' উদযাপন করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৬৪ জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আলোচনা সভা এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। একইসাথে ঢাকাসহ সারাদেশে একযোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। ঢাকায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম, এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা সাধারণত দৃশ্যমান জিনিসকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি কিন্তু শব্দদূষণ যেহেতু অদৃশ্য কাজেই এটাকে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছিনা অথচ শব্দদূষণের যে প্রভাব কিংবা শব্দদূষণের যে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তা মারাত্মক ক্ষতিকর।

'আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৬' উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম

তিনি শব্দদূষণ রোধে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রত্যেকে নিজেরা যদি সচেতন হই তবেই শব্দদূষণ কমে আসবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রাণ প্রকৃতি বাঁচানোর জন্য সকলের দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১৮টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের উদ্যেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সকল সংগঠন যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শব্দদূষণের বিষয়ে সচেতনতাবোধ তৈরি করে তাহলে তা সরকারি পদক্ষেপের পাশাপাশি খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরক্ত দায়িত্ব) ড. নুরুন নাহার, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মীর আহমেদ তারিকুল ওমর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ সাইদুর রহমান, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ জিয়াউল হক। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. নুরুন নাহার তাঁর বক্তব্যে বলেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সময় ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে, প্রকল্পের আওতায় শব্দসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশ বিনির্মাণে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বলেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২৫-এ ট্রাফিক পুলিশকে ক্ষমতায়ন করার পর থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ এ পর্যন্ত সতেরো হাজার মামলা এবং ২ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

'আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস ২০২৬' উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার স্থিরচিত্র

অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ বলেন, শব্দদূষণ মনুষ্য সৃষ্ট একটি দূষণ যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। শব্দদূষণের কারণে শ্রবণশক্তি নষ্ট হওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজেই এই দূষণটি নিয়ন্ত্রণে আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। উক্ত আয়োজনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ গার্লস গাইড, বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বেলা, গুলশান সোসাইটি, ধানমন্ডি সোসাইটি, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, পরিবেশ আন্দোলন (পবা), ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা), ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ, ট্রাফিকের সহায়তাকারী গ্রুপ (ট্যাগ), গ্রীণ ভয়েস, গ্রীণ সেভার্স, ন্যাচার স্টাডি ক্লাবের প্রতিনিধিগণ উপস্থিতি ছিলেন।